দৈনিক সংবাদ

05 APR 1988
তারিখ
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

1C7

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণে ভ্রান্ত নির্দেশাবলী

নিয়মানুযায়ী চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ফরম পূরণ করতে হয়েছে। তার দ্বিতীয় অংশ যা কম্পিউটারে ব্যবহৃত হবে, তা পূরণের জন্য বিভিন্ন ইউনিটের ছাত্রদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশাবলী সম্বলিত নমুনা কপি সরবরাহ করেছেন, তাতে কয়েকটি মারাত্মক ভুল রয়েছে। এর দরুন ছাত্র-ছাত্রীরা ফরম পূরণের ক্ষেত্রে জটিলতা ও বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন ৭ নং শীর্ষক তথ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখের নির্দেশ রয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্র বোর্ড ঘোষিত নম্বর (চতুর্থ বিষয়ের জন্য ৮০ নম্বর বাদে) উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক। কিন্তু নমুনা পত্রের বিভ্রান্তির জন্য (নমুনা কপিতে ৮০ নম্বর যোগ করে উল্লেখ করা হয়েছে) অনেক ছাত্র ছাত্রী আবার ঐ ৮০ নম্বরসহ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এ নম্বর যোগ করার জন্য কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখ করা হয়নি ফরমে, তাই এরূপ বিভ্রান্তি অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা দোটানায় পড়েছেন। অনুরূপ বিভ্রান্তি ৮ নম্বর তথ্যের ক্ষেত্রেও অনেকের ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ নমুনা কপিতে ভুল থাকার কথা স্বীকার করেছেন। যেহেতু উল্লেখিত দু'পন্থাই ফরম পূরণের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে, তাই কর্তৃপক্ষ সমীপে অনুরোধ, যারা নমুনা অনুসরণ করে ভুল করেছেন, তাদের ফরম পুনঃ নিরীক্ষণ করে সংশোধন করে মেধা উদ্ধার তৈরীর সময় সুবিচার পাবার ব্যবস্থা করা হোক।

অভিভাবকদের পক্ষে-
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ,
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের ছুটি ও গ্রীষ্মাবকাশ কমান

বেশ অনেকদিন হল অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে যে, সেশনজট দূর করার জন্য এবারের রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটি নাকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হ্রাস করবার চিন্তাভাবনা করেছেন। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা পাইনি।

১৯৮৮ সালে যারা দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করছে, তারা ১৯৮৪ সালে এইচ, এস, সি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। কবে যে এই সব ছাত্র-ছাত্রী তৃতীয় বর্ষে উঠবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জানিনা, '৮৮ সালের মধ্যেও এরা তৃতীয় বর্ষের ক্লাস করতে পারবে কিনা। আমাদের এ করুণ অবস্থার প্রধান কারণ সরকারের খেয়াল খুশীমত বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া। শুধুমাত্র ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষে সরকারী নির্দেশে ১৩০ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছিল।

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে আগামী ১লা মে থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত দীর্ঘদিন রমজানের ছুটি ও গ্রীষ্মাবকাশের জন্য ক্লাসসমূহ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছুটি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাইতে অনেক বেশী। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমাদের কথা ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগীয় অফিস থেকে শুরু করে সব অফিসে স্বাভাবিকভাবে যখন কাজকর্ম চলে, এমনকি উক্ত বন্ধের মধ্যেও পরীক্ষার মত একটা কঠিন বিষয়ও যথারীতি অনুষ্ঠিত হবার ব্যবস্থা আছে বা হয়ে থাকে তখন আমাদের মনে হয় রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটি হ্রাস করে শুধুমাত্র পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর জন্য ১০ দিনের ছুটির ব্যবস্থা করে বাকী দিনগুলোতে ক্লাস হলে তা সেশন জট নিরসনে সহায়ক হবে।

আশাকরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন।

পিয়াল, পরিসংখ্যান বিভাগ
দ্বিতীয় বর্ষ (সম্মান), রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়।